দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

03 MAR 1989

0 3 MAR 1989

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো

শিক্ষার সাথে প্রতিষ্ঠানের কথাটি যেমন নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত তেমনি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশাসনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রতিষ্ঠান যেখানে দুর্বল শিক্ষার মানও সেখানে দুর্বল। আর এই দুর্বলতার মূলে রয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতা। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে সুশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ সত্যটির কার্যকারিতা রয়েছে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের শিরোমণি তথাপি প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তার কার্য পরিচালনা করতে হয়। এক্ষত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রত্যক্ষ ও প্রশাসন পরোক্ষভাবে কাজ করে। তাই শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে ,প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রশাসনই হচ্ছে এর ধারক ও বাহক। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যেখানে সম্পর্কের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় সেখানেই সেই প্রতিষ্ঠানের অশনি ঘন্টা বেজে উঠে। এ প্রসঙ্গে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলা যায়। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোন না কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের বা কোন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠে। সেখানে প্রশাসনের ভূমিকা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দু'একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রশাসন পরিচালিত হয়। এবং এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকে নগণ্য। যদিও সেক্ষেত্রে শিক্ষা পরতিষ্ঠানের প্রধানদের ভূমিকা রয়েছে। তবু তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নীরবতা পালন করেন। কারণ সেখানে প্রশাসনের ক্ষমতার কাছে তারা প্রায় অক্ষম থাকেন। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্বেও প্রতিষ্ঠানকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

অধিকন্তু কিছু কিছু আর্থিক সহায়তা দানকারী ব্যক্তি আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঐ সকল আমলাতান্ত্রিকে প্রশাসনকে জিইয়ে রাখে। এই অবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রকৃত শিক্ষাসুলভ মনোবৃত্তির অবসান ঘটে। আর তাই স্বাভাবিকভাবে সেখানে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ থাকতে পারে না। যেখানে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নেই সেখানে "শিক্ষানামের কথাটি কংকালসার মাত্র।

আরেক শ্রেণীর প্রশাসন আছে যেখানে গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাড়ে বসে একশ্রেণীর লোক নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত থাকে। তারা ঘৃণ্য কূটকৌশলের দ্বারা প্রকৃত প্রশাসনিক ব্যক্তি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে রাখে। অনেক সময় শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ তাদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিতও হয়ে থাকেন এবং সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, তাদের অপশক্তির কাছে আত্ম সম্মানবোধ রক্ষায় নীরবতা পালন করেন। এই অবস্থায় কখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন এই দুয়ের মধ্যে সুদৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ছাত্রের প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টি যেমন থাকা উচিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিও প্রশাসনের তেমন দৃষ্টি থাকা উচিত।

আবার অনেক সময় প্রশাসনিক দুর্বলতার দরুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারটি উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র বেশী লক্ষ্য করা যায়। কারণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবই সবচেয়ে বেশী দায়ী। সুতরাং সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব ও প্রশাসনিক অবকাঠামো দূর করতে না পারলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ও সুশৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। —মোস্তফা খান